Subject : Sanskrit, **Semester :** 2nd& 4th
Course : GENERIC ELECTIVE (GE-1) Course -2
GENERIC ELECTIVE (GE-2) Course -2
Paper : SANS-H-GE-T-2

Q: Discuss the literary style of Banbhatta?
বাণের রচনাশৈলী আলোচনা কর ?

Ans: বাণভট্ট সংস্কৃত গদ্যকাব্যের রাজাধিরাজ। কালিদাস যেমন সংস্কৃত পদ্যকাব্যের জগতে উচ্চশিখরে অধিষ্ঠিত, বাণভট্টও তেমনই গদ্যকাব্যের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মহিমায় মণ্ডিত। গদ্যই হল কবিপ্রতিভার কষ্টিপাথর। "'গদ্যং কবীনাং নিকষং বদন্তি।" বাণভট্টের অসামান্য সৃষ্টি নৈপুণ্যে সংস্কৃত গদ্যকাব্য মহনীয় গুণগরিমায় মহিমান্বিত হয়ে ওঠে। বাণভট্ট ছিলেন হর্ষবর্ধনের সভাকবি। বাণভট্ট দুখানি গদ্যকাব্য রচনা করেন।

i) হর্ষচরিত নামক আখ্যায়িকা শ্রেণীর গদ্যকাব্য ও

ii) কাদম্বরী নামক কথা শ্রেণীর গদ্যকাব্য।

হর্ষবর্ধনের আদেশে তাঁর জীবনকথা অবলম্বনে হর্ষচরিত নামক গদ্যকাব্য তিনি রচনা করেন। হর্ষবর্ধন ইতিহাসের চরিত্র হলেও এখানে তিনি কাব্যের নায়ক। কাব্যটি হর্ষের পিতা প্রভাকরবর্ধনের ঘটনা দিয়ে আরম্ভ হয়েছে। রাজ্যবর্ধন, হর্ষবর্ধন, তাঁদের বোন রাজ্যশ্রী ভগিনীপতি গ্রহবর্মা প্রমুখের বিবরণ পাওয়া যায়। হর্ষের শত্রু গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক সম্পর্কে যেসব বিবরণ এখানে আছে তা সত্য নয় বলেই মনে হয়। তাই এই ইতিহাসকে বস্তুনিষ্ঠ না বলে কবিকল্পিত বলতে হয়। বর্ণনার বৈচিত্রে, বাকপ্রতিভার সৌষ্ঠবে, শব্দের গাম্ভীর্যে মাধুর্যে ও মণ্ডনকলার প্রাচুর্যে কবি একে যথার্থ কাব্যধর্মী করে তুলেছেন, দিবাকর মিত্রের আশ্রমে সর্বধর্মের সমাবেশ বর্ণনায় কবির শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। হর্ষচরিতে বিন্ধ্যপর্বতের বর্ণনা, সন্ধ্যাবর্ণনা, যুদ্ধবর্ণনা ইত্যাদিতে কবির কলাশাস্ত্র অনুশীলনের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রভাকর বর্ধনের মৃত্যুদৃশ্যের বর্ণনায় দার্শনিকতার সঙ্গে করুণরস চমৎকার ভাবে মিশে গেছে। গদ্যের প্রাণস্বরূপ ওজঃগুণ এখানে যেমন প্রকাশিত তেমনি শান্তরসের বর্ণনায় স্নিগ্ধ ভাষার ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায়।

বাণের শ্রেষ্ঠ রচনা কাদম্বরী সংস্কৃত গদ্যের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। কাদম্বরী শব্দের অর্থ সুরা। সুরার মাদকতায় মানুষ যেমন মাতাল হয়ে যায়, কাদম্বরীর রস পান করলেও পাঠক সমাজ আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়। আহারেও আর তাঁদের রুচি থাকেনা। তাই বলা হয়- 'কাদম্বরী রসজ্ঞানাম্ আহারোঽপি ন রোচতে।' কাদম্বরী বাণভট্টের সর্বশ্রেষ্ঠ- গদ্যকাব্য। গুণাঢ্যের বৃহৎকথার কাহিনী অবলম্বনে রচিত এই গ্রন্থে ঘটনার অভিনবত্ব না থাকলেও বর্ণনার অসাধারণত্ব একে শ্রেষ্ঠত্বে উন্নীত করেছে। এই কাব্যের নায়ক চন্দ্রাপীড় এবং নায়িকা কাদম্বরী। তাদের ঘটনার পাশাপাশি পুণ্ডরীক ও মহাশ্বেতার প্রণয় কাহিনীও বর্ণিত হয়েছে।

রসজ্ঞ পণ্ডিতেরা নানাভাবে কাদম্বরীর কবির প্রশংসা করেছেন। গোবর্ধনাচার্য বলেন-'বাণী বাণো বভূব।' মহিলা কবি গঙ্গাদেবী বাণের শব্দ ঝঙ্কারকে 'বীণানিক্কনহারিণী' বলেছেন। চন্দ্রদেবের মতে শ্লেষ, রস, শব্দ অলংকার ও অর্থ গৌরব যুক্ত বাক্য রচনায় বাণ পঞ্চানন- 'বাণস্তু পঞ্চানন'। কবি হৃদয় ভরে যত সৌন্দর্য উপভোগ করেছেন সেই সমস্ত অভিজ্ঞতাকে, তিনি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শের অনন্ত বিশ্লেষণে চিত্রিত করেছেন। নানা রঙের বৈচিত্রে বাণের কাব্য অসাধারণ। চিত্রের পর চিত্র, ভাবের পর ভাব তিনি অক্লান্তভাবে পাঠককে উপহার দিয়েছেন। জগৎ বা জীবনের এমন কোন তত্ত্ব বা তথ্য নেই যা বাণের প্রতিভায় ধরা পড়েনি। তাই ঠিকই বলা হয়-
'বাণোচ্ছিষ্টং জগৎ সর্বম্।' কাদম্বরীতে বাণের পর্যবেক্ষণ শক্তি ও চিত্রগ্রাহী বুদ্ধির অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। মৃত্যুভীষণা বিন্ধ্য অরণ্যের ভীষণতা বর্ণনায় তিনি যেমন সুন্দর তেমন প্রেমিক-প্রেমিকার হাব-ভাব বিলাসের বর্ণনাতেও অসাধারণ। ব্যাধের আক্রমণে অসহায় শুকশিশুর কারুণ্যের চিত্রণেও কবি সিদ্ধ হস্ত। নানান চরিত্রচিত্রণেও বাণের অসাধারণত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর কাব্যশৈলীতে গৌড়ীর সঙ্গে পাঞ্চালী রীতির মিশ্রণ মধুর হয়েছে।

বাণের গদ্যের দোষ হল বিশাল বিশাল বাক্য এবং দূরান্বয়। এসব সত্ত্বেও সংস্কৃত গদ্য কাব্যে বাণভট্ট সত্যই অদ্বিতীয় এবং কাদম্বরী কাব্যেই তিনি সেই সর্বোচ্চ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।